যুগান্তর

তারিখ 30 APR 2013
পৃষ্ঠা ...

টাকার অভাবে নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বিঘ্নিত

মুশতাক আহমদ

একের পর এক ভেস্তে যাচ্ছে নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা। যুগের চাহিদাকে সামনে রেখে সরকার এ পর্যন্ত অন্তত ৯টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু কেবল টাকার অভাবে প্রত্যেকটি উদ্যোগই হোঁচট খাচ্ছে। এসবের মধ্যে সর্বশেষ 'পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়'-এর প্রস্তাবটি সোমবার নাকচ হয়ে গেছে পরিকল্পনা কমিশনে। এটি চট্টগ্রামের আনোয়ারায় পাহাড়ঘেরা সবুজ পরিবেশে স্থাপনের কথা রয়েছে, যেখানে প্রায় ১২শ' বছর আগে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে, পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বিগত প্রায় দু'বছর ধরে কাজ করছে। এখানেই শেষ নয়, এর ধারণাপত্র তৈরির জন্য প্রায় ১০ লক্ষাধিক টাকা খরচ করে চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল শ্রীলংকা সফর করে আসে। এরপর ওই কমিটি ধারণাপত্র মন্ত্রণালয়ে দাখিল করে। জানা গেছে, সেই অনুযায়ী একটি খসড়া আইন তৈরি হয়। ২৫ এপ্রিল এক সভায় সেটি গৃহীত হয়। দু'একদিনের মধ্যে খসড়া আইনটি ভেটিংয়ের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর কথা রয়েছে। কিন্তু এরমধ্যে সোমবার পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রোগ্রামিং কমিটির সভায় এ সংক্রান্ত প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেছে। সূত্র জানায়, সভায় সরকারের অর্থের অভাব, পদ্মা সেতুর জন্য আগামী বাজেটে অর্থসংস্থান করতে হবে ইত্যাদি কেবল যুক্তিতে শুধু এই প্রকল্পটিই নাকচ হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেটে আগামী অর্থবছরে প্রায় পৌনে ৪০০ কোটি টাকা কম বরাদ্দের কথাও অবহিত করা হয়। অর্থের অভাবে যে কটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবনা থমকে আছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় বরিশাল, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও গাজীপুরে প্রস্তাবিত ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়। এগুলির মধ্যে প্রথমটির আইন মন্ত্রিসভায় গৃহীত হয়েছে। তা পাসের জন্য সংসদে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। বাকিগুলির মধ্যে কোনটির আইন পাসের জন্য কেবিনেটে পাঠানোর অপেক্ষায়। আবার কোনটির চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়নের পথে।

দেশে বর্তমানে ৩৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এরমধ্যে সর্বশেষ ঘোষিত হয় রাঙামাটি বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া বর্তমান সরকারের বিঘ্নিত : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

আনোয়ারায় ১২শ' বছর আগের নামে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার প্রস্তাব নাকচ

বিঘ্নিত : টাকার অভাবে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আমলে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকায় টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। ইউজিসি প্রণীত ২০ বছর মেয়াদি উচ্চশিক্ষা কৌশলপত্রে জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী বলেন, দেশে বর্তমানে ২২ লাখ শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে। এই সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এই অবস্থায় সম্ভব হলে দেশের প্রতি জেলায় একটি করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন জরুরি। আর তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের এই যুগে দেশকে এগিয়ে নিতে উচ্চশিক্ষার বিকল্প নেই। তাই একেবারেই সমস্যা না থাকলে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দিকে সরকারের নজর দেয়া দরকার। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে কেবল ইতিহাস-ঐতিহ্যই জড়িত নয়, কূটনৈতিক বিবেচনায় বৈদেশিক সম্পর্ক উন্নয়নেও এটি স্থাপন করা দরকার।

'আন্তর্জাতিক পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়' : ২০১১ সালের ১৫ জুন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা বিভাগের অধ্যাপক ড. জিনবোধি ভিক্ষু প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রাচীন চৈত্যভূমি নামে খ্যাত আনোয়ারা উপজেলা থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে আনতীর্থ পণ্ডিত বিহার পীঠভূমিতে 'আন্তর্জাতিক পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের আবেদন করেন। প্রধানমন্ত্রীকে দেয়া তার পত্রে বলা হয়, দক্ষিণ চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় দেয়াং পাহাড়ের দক্ষিণ অঞ্চলে ঝিওরি ও হাড়িপাঁও এলাকায় প্রায় ১২শ' বছর আগে পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। পাল আমলের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ছিল এটি। এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন পাল রাজা ধর্মপাল অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। ৮৪ সিদ্ধাচার্য বা বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদের অনেক পণ্ডিত এ বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে ভয়াবহ এক সংঘাতে বর্তমান ভারতের 'নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়' ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর অনেকেই এসে এই পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে আশ্রয় নেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উল্লেখযোগ্য পণ্ডিতদের মধ্যে তৈলপাদ, লুইপা, শাড়পা, অবধূতপা, অনঙ্গবজ্র, আলোকনাথ, বর্মশ্রী, মৈনপা, জ্ঞানপা, বৃত্তপা, ভূসুকপা প্রমুখ রয়েছেন।

অধ্যাপক ড. জিনবোধি ভিক্ষুর আবেদনের পরপরই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়। এ ব্যাপারে ধারণাপত্র তৈরি ও আইনের খসড়া প্রণয়নে ইউজিসিকে দায়িত্ব দেয়া হয়। ইউজিসি সদস্য ড. আতফুল হাই শিবলীকে আহ্বায়ক ও উপ-সচিব ফেরদৌস জামানকে সদস্য সচিব করে গঠিত কমিটি দেশ-বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সরেজমিন পরিদর্শন শেষে বিস্তারিত রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। বিশেষ করে ধারণা নেয়ার জন্য গত বছরের মে মাসে শ্রীলংকার দ্যা বুড্ডিস্ট অ্যান্ড পালি ইউনিভার্সিটিসহ কয়েকটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে কমিটি। এই সফরে উল্লেখিত দুই সদস্য ছাড়াও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক অধ্যাপক জেএল বড়ুয়া গিয়েছিলেন। ইউজিসি সদস্য আতফুল হাই শিবলী জানান, পৃথিবীর অনেক দেশেই তাদের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কালজয়ী করার জন্য ধ্বংসস্তূপের ওপর নতুন রূপে প্রতিষ্ঠার ঘটনা রয়েছে। এরমধ্যে ভারতে 'নব নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়', উত্তর প্রদেশে 'গৌতম বুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়', বিহারে 'মগধ বিশ্ববিদ্যালয়', থাইল্যান্ডে 'মহামকুট বুড্ডিস্ট ইউনিভার্সিটি' ও থাইল্যান্ড 'বুড্ডিস্ট ইউনিভার্সিটি', মায়ানমারে 'ইন্টারন্যাশনাল থেরাভাডা বুড্ডিস্ট মিশনারি ইউনিভার্সিটি' অন্যতম। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একে আজাদ বলেন, বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, চীন, মায়ানমার, কোরিয়া, জাপান, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ডসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ বৌদ্ধপ্রধান। এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে ওইসব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে। এসব দেশের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে এ বিষয়ে সরকার আলোচনা করতে পারে বলেও জানান তিনি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কাজী সালাউদ্দিন আকবর বলেন, দরিদ্র দেশ হিসেবে অর্থের সংকটে অনেক কাজ থেমে থাকে সত্য, তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত ৭টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে। বাকিগুলোও অনেক দূর এগিয়ে যাবে বলে মনে করেন তিনি। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক বৌদ্ধবিহার বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন করা জরুরি। সরকারি অর্থে সম্ভব না হলে এক্ষেত্রে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপসহ (পিপিপি) বিভিন্ন বিকল্প সামনে রয়েছে বলে জানান তিনি।